দেশে করোনায় আরও ৩৯ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ৩৫৩১

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৪৬৪ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৫৩১ জন শনাক্ত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর

কুমারখালীতে সরকারী নির্দেশ না মানায় ১১ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

সরকারী নির্দেশনা না মেনে সন্ধ্যার পরেও দোকান খোলা রাখার অপরাধে কুষ্টিয়া কুমারখালীতে ১১ টি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

শনিবার সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে ৯ টা পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান।

তিনি জানান, সরকারি আদেশ অমান্য করে কুমারখালী উপজেলার কাজিপাড়া, পদ্মপুকুর মোড়, হলবাজার, স্টেশন বাজার, হলবাজার এলাকায় সন্ধ্যার পর থেকে রাত সাড়ে ৯ টা পর্যন্ত খোলা রাখার অপরাধে এবং সরকারি স্বাস্থ্যবিধি না মানায় সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ ও নির্মুল আইন, ২০১৮ অনুযায়ী ১১টি প্রতিষ্ঠানে মোট সাড়ে ১২হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এমন অভিযান অব্যহত থাকবে বলেও জানান তিনি। এছাড়াও এলাকাবাসী ও পথচারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন তিনি।

দর্শনা থানার ওসির করোনা জয়, কর্মস্থলে যোগদান

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার নতুন ওসি মাহবুব রহমান কাজল রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বর্তমান মহামারী রুপ ধারণ করা প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে থেকে চিকিৎসা নেন।

তিনি করোনা ভাইরাস পজিটিভ হওয়ার পর তার ফেসবুক পেজে তিনি লেখেন দর্শনা বাসীকে করোনার হাত থেকে রক্ষার্থে করোনা যুদ্ধের সংগ্রাম করতে গিয়ে আজ আমি নিজেই করোনায় আক্রান্ত। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন যাতে আমি দ্রুত সুস্থ হয়ে আমার ছোট দুটি বাচ্চা ও বৃদ্ধ বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং আবার যেন আপনাদের সেবায় নিয়োজিত হতে পারি।

পরিশেষে আপনাদের আবারো অনুরোধ করছি ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিজে নিরাপদে থাকুন সবাইকে নিরাপদে রাখুন।তবে তিনি মনের জোড়ে করোনাকে হারিয়ে আবারো ফিরে এসেছেন। করোনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে তিনি নিজ কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন গতকাল।

মাহবুব রহমান কাজল বলেন, করোনার ঝুঁকির মধ্যেও সরকারি নির্দেশনা অনুসারে জেলার সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেছি। দায়িত্ব পালনে ছিলাম অপোষহীন। হঠাৎ একদিন অনুভব করলাম শরীর খারাপের দিকে যাচ্ছে। দেখা দিচ্ছে করোনার উপসর্গ। ২৯মে করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তারপর থেকে হোম আইসোলেশনে ছিলাম। প্রথম পরীক্ষায়

সর্বশেষ ১০ জুন করোনা রিপোর্ট আসে নেগেটিভ।

তিনি আরো বলেন, করোনা জয়ের প্রথম হাতিয়ার ছিলো নিজের মনোবল। নিয়মিত বেশ কয়েকটি ওষুধ সেবন করার পাশাপাশি ভিটামিন সি ও ডি যুক্ত খাবার খেয়েছি। সাথে ছিল গরম পানি। সবশেষে তিনি সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন।

গাংনীর পলাশীপাড়া রাস্তার কাজে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা হিন্দা থেকে পলাশীপাড়া গ্রামে রাস্তায় কার্পেটিং এর কাজে অনিয়মের অভিযোগ স্থানীয়দের। স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল শুক্রবার বিকালে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে রাস্তায় বিটুমিন না ঢেলে কার্পেটিং এর কাজ দ্রুত গতিতে শেষ করার চেষ্টা করছেন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান।

রাস্তায় বিটুমিন না দিয়ে কার্পেটিং করায় স্থানীয়রা প্রতিবাদ করতে গেলে তাদেরকে দেয়া হয় বিভিন্ন হুমকি।স্থানীয়রা জানান, রাস্তাটির কাজে ব্যাপক অনিয়ম করা হচ্ছে। বিভিন্ন অজুহাতে রাস্তায় বিটুমিন না ঢেলে রাস্তা কার্পেটিং এর কাজ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে বলতে গেলে কাজ বন্ধ করে দেওয়ারও হুমকি দিচ্ছে কাজ দেখভালের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ম্যানেজার রাজু।

স্থানীয়রা অভিযোগ করে জানান, রাস্তার কাজটি দেখে নেওয়ার জন্য ঠিকাদারের লোক ছাড়া কোন সরকারি লোক সেখানে যায়নি।

তবে রাজু নামের একজন ব্যক্তি নিজেকে ইঞ্জিনিয়ার পরিচয় দিলেও পরে জানা গেছে তিনি ঠিকাদারের কাজ দেখভালের দায়িত্বে আছেন। রাজুর নিকট থেকে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নাম জানতে চাইলে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে স্থান ত্যাগ করেন।

এ বিষয়ে এলজিইডি উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ জানান, কাজটি

ঠিকভাবে দেখে নেওয়ার জন্য দুইজন ওয়ার্ক এসিস্টেন্ট আসাদ আলী ও মহিবুল ইসলাম এবং এসও তহিদুল ইসলাম কাজের সাইডে রয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে উল্লেখিত ব্যাক্তিদের কোন অবস্থান পাওয়া যায়নি। কাজটি যাতে ঠিকভাবে সুসম্পন্ন হয় এজন্য এলাকাবাসী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

বয়স কম হওয়ায় স্বামীর কাছে থাকতে পারলো না নববধূ

হাজারও কান্নাকাটি করেও প্রেম করে সদ্য বিয়ে করা স্বামীর কাছে যেতে পারলো না আলমডাঙ্গার সাহেবনগরের উর্মিলা। বয়স তাকে স্বামীর কাছ থেকে কেড়ে নিল। উর্মিলার বুক ফাটা কান্না আর আহাজারি তার স্বামীকে ধরে রাখতে পারলো না। অবশেষে স্বামীকে ছেড়ে তার পুরানো ঠিকানায় ফিরে যেতে হল।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার সাহেবনগর গ্রামের ইমান আলীর দশম শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়ে উর্মিলা একই গ্রামের ফিরোজুল ইসলামের ছেলে সাইফের সাথে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাদের প্রেমকে চিরস্থায়ী রূপ দিতে তারা সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ে করার। কিন্ত বিয়েতে বাঁধ সাথে সাইফের পরিবারের দারিদ্র। উর্মিলার বাবা-মা এ বিয়েতে একেবারেই রাজি ছিলেন না। বাধ্য হয়ে তারা পালিয়ে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়।

গত ১০ জুন সন্ধ্যায় উর্মিলা ও সাইফ বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তারা বিয়েও করে। কিন্ত উর্মিলার পরিবার থেকে থানায় অপহরন মামলা ঠুকে দেয়। পুলিশ সাইফের পরিবারকে চাপ দিতে থাকে মেয়ে ফেরৎ দেওয়ার জন্য। স্থানীয় নেতা ও পুলিশের উপর্যুপরি চাপে পড়ে সাইফের বাবা ফিরোজুল ইসলাম যোগাযোগ করে উর্মিলাকে থানায় ফিরিয়ে আনেন।

গতকাল সন্ধ্যায় বিকেলের দিকে দুই পক্ষের লোকজন থানায় হাজির হন। উর্মিলা কাঁদতে কাঁদতে পুলিশকে জানায় সে তার স্বামীর কাছেই থাকতে চায়। স্বামীকে ছাড়া সে কিছুতেই বাঁচবে না। কিন্ত উর্মিলার বয়স ১৮ বছর না হওয়ায় পুলিশ তাকে তার বাবার হেফাজতে দিয়ে দেয়।

সন্ধ্যার আগে আগে একটি মোটরসাইকেলের মাঝখানে উর্মিলাকে বসিয়ে কান্না ঢাকতে মুখ চেপে ধরে তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্ত উর্মিলা বাঁচাও বাঁচাও বলে পথচারিদের সহযোগীতা চায়। মোটরসাইকেলটি পৌরসভার নতুন বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলে পথচারীরা অপহরণ ভেবে মোটরসাইকেলটি ঘিরে ধরে।

অবশেষে বাধ্য হয়ে উর্মিলার বাবা বাড়িতে না গিয়ে পুনরায় তাকে নিয়ে থানায় হাজির হন। পরে আবারো জোর করে উর্মিলাকে তার বাবার সাথেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়ায় ভূমি ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু

কুষ্টিয়া জেলায় ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবায় ইনফরমেশন টেকনোলোজির প্রয়োগ শীর্ষক চারদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সামাজিক দূরত্ব মেনে মিরপুর উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়।

বরিশাল বিভাগের মূল এবং খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার তরফদার মো: আক্তার জামীল এ প্রশিক্ষণ কমর্সূচির শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান, মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিংকন বিশ্বাস, মিরপুর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাকিবুল হাসান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোর্স পরিচালক ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাহিদ হাসান খান।

প্রশিক্ষণে ভূমি ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ, ভূমি তথ্য সেবা ও কাঠামো, ই-মিউটেশন, ইউনিয়ন ও উপজেলা ভূমি অফিসের রেজিস্টার সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করণ, নামজারি রিভিউ ও মিস

মোকদ্দমা, ভূমি উন্নয়ন কর আদায় ও প্রতিবেদন প্রেরণ, রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা, খাসজমি ও সায়রাত মহল ব্যবস্থাপনা, এসএফ লিখন পদ্ধতি, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে ভূমি ব্যবস্থাপনায় ও ভূমি সেবায় ইনফরমেশন টেকনোলজি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই।

জনদুর্ভোগ ও হয়রানি বন্ধে ইনফরমেশন টেকনোলজির ব্যবহার একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। সে লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়নের লক্ষে ল্যান্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) প্রণীত হয়েছে। দেশের সবকয়টি জেলাতে ই-মিউটেশন চালু করা হয়েছে যার সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। খুব শীঘ্রই ভূমি উন্নয়ন করের দাবী নির্ধারণ এবং আদায়ও অনলাইনে সম্পদিতত হবে।

এছাড়া ভূমি সংক্রান্ত সেবা সহজ করতে সারাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদান পদ্ধতিকে অটোমেশনের আওতায় আনার কাজ চলছে। তিনি হয়রানিমুক্ত পরিবেশে সেবা প্রদানের জন্য ভূমি অফিসের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের আহবান জানান। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি রিসোর্স পার্সন হিসেবেও তিনটি সেশন পরিচালনা করেন।

উল্লেখ্য, কুষ্টিয়া জেলার সর্বমোট ১৫ জন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, সার্টিফিকেট সহকারী, সার্ভেয়ার অফিস সহকারী ও নামজারী সহকারীবৃন্দ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন।

কুষ্টিয়ার নৌকায় সামাজিক দূরত্বের বালাই নেই

কুষ্টিয়ার বড়বাজার ঘোড়ারঘাট শহরের সাথে ওপারের প্রায় ১০টি গ্রামের যোগাযোগের একমাত্র ভরসা। যেখান দিয়ে প্রতিদিন শহরে আসে

প্রায় হাজার দশেক মানুষ। এদের পারাপারের একমাত্র বাহন নৌকা। কিন্তু এই পারাপারের সময় সামাজিক দূরত্বের বালাই মানছেন না অনেকেই। গতকাল শুক্রবার সরেজমিনে গিয়ে এই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। তবে এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। আগেও যেভাবে পারাপার ঘটত এখনও সেরকই ঘটছে।

প্রতিদিন ভোর ৫ টা থেকে শুরু হয় নৌ পারাপার। চলে রাত পর্যন্ত। কুমারখালি উপজেলার কয়া, গোট্টিয়া, শিলাইদহ, বানিয়াপাড়া, কালুয়া সহ আরো বিভিন্ন গ্রামের মানুষ প্রতিদিন শহরের আসা যাওয়া করছে। কারো শহরে আসতেই হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে। এদের পারাপারের জন্য রয়েছে কয়েকটি মেশিন চালিত নৌকা। ঐসব গ্রামগুলোর অসংখ্য মানুষের এপাড়ে শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে।

একটি নৌকার চালক আসকার আলী জানান তিনি ঠিকভাবেই অবগত আছেন বর্তমান করোনা ভাইরাসের কারণে সামাজিক দূরত্বের বিধির বিষয়টি। কিন্তু তার কিছু করার নেই বলে জানান তিনি। আসকার জানান প্রথম কয়েকদিন ঘাট কতৃপক্ষ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পরে জনগনই মানেনি বিষয়টি। বরং নিয়ম মানাতে গিয়ে তাকে গালি খেতে হয়েছে জনগনের কাছে।

“সবারই খুব তাড়া, জীবনের মূল্যের চেয়ে পার হওয়াটাই যেন সবার কাছে বেশি জরুরি,” মাঝিটি জানান। এ প্রতিবেদক ঘাটে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ট্রিপ লক্ষ্য করেন। দেখতে পান এক একটি বার প্রায় শ’য়ের কাছাকাছি মানুষ পার হয়ে কুষ্টিয়া অভিমুখে আসছে। নৌকার সাইজ অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব মেনে চললে সেখানে থাকতে পারে বড়জোড় ২০ থেকে বাইশ জন।
গাদাগাদি করে একে অপরের গায়ে ঠেস দিয়ে পারাপার চলছে।

সকালের দিকে মানুষের চাপ বেশি থাকে। কারণ এ সময় দোকান খোলা হয়। তারা শহরে এসে ব্যবসা শুরু করেন। অন্যদিকে চাপ বাড়ে বিকেলের পরপরই কারণ তখন বন্ধ হয়ে যায় সব দোকানপাট। জিজ্ঞেস করা হয় বড় বাজারের ব্যবসায়ী নদীর ওপাড়ে কয়া গ্রামের মাহবুবার রহমানকে। তিনি একটি ট্রিপে পার হয়ে এলেন।

কয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউল ইসলা স্বপন বলেন, কোনভাবেই মানছে না ঘোড়াঘাট বড়বাজার ঘাট কর্তৃপক্ষ সামাজিক দূরত¦ বজায় না রেখে কোনো নিয়ম-কানুন ছাড়াই চলছে ঘোড়াঘাট বড়বাজার পারাপার ঘাট টি। জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

জলাবদ্ধতায় অতিষ্ঠ নাটুদার চন্দ্রবাস গ্রামের পশ্চিমপাড়া মহল্লাবাসীর জীবন

পানি নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় অল্প বৃষ্টিতে দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদা ইউনিয়নের চন্দ্রবাস গ্রামের পশ্চিমপাড়ার প্রায় দুইশত পরিবার পানিবন্দী৷

জানা যায়, নাটুদা ইউনিয়নের চন্দ্রবাস গ্রামের সরকারি প্রাইমারী স্কুলের প্রধান সড়কের পশ্চিমে পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে।

জলাবদ্ধতার কারণে এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলাচল করতে পারছে না মহল্লাবাসী। সামান্য বৃষ্টিতেই অন্যতম এই ব্যস্ত রাস্তাটি বৃষ্টির পানিতে ভেসে যায়। তাই এই বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতায় দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে মহল্লাবাসীর জীবন। জলাবদ্ধতার ঠিক কারণ নির্ণয় করে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার দাবি তুলেছে এখানকার সচেতন মহল।

এবিষয়ে স্কুল শিক্ষক জাহিদুল ইসলাম জানান, অনেক দিনের সমস্যা এই জলাবদ্ধতা। সামান্য বৃষ্টি হলেই এখানে পানি আটকে থাকে দীর্ঘদিন। বৃষ্টি বেশি হলে পানি বাড়ির ভিতর উঠে পড়ে। এসময় পুরুষরা যেনতেন ভাবে চলাচল করলেও মা বোনেরা বাড়ি থেকে বের হতে পারে না। শুধু বর্ষা বলে না, অন্য সময়ও বৃষ্টি হলে এখানে পানি দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকে।

এবিষয়ে মহল্লাবাসীর জানান, বৃষ্টির পানি রাস্তায় জমে দুর্গন্ধের সৃষ্টি এবং মশার জন্ম হয়। উপায় না পেয়ে আমাদেরকে হাঁটুপানি পেরিয়েই যাতায়াত করতে হয়। একটু বেশি বৃষ্টি হলেই সড়ক পেরিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা পানি বাসাবাড়িতে উঠে যায়। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল কলেজের যাবার সময় তাদের পোষাকও ভিজে যায়।

স্থানীয়রা আরো জানান, দীর্ঘদিন ধরে এ সমস্যা থাকলেও নিরসনের কারো কোনও উদ্যোগ নেই। এমন পরিস্থিতিতে মহল্লাবাসীর যাতায়াতের ভোগান্তি লাঘবে উক্ত জলাবদ্ধতা নিরসনে উপজেলা চেয়ারম্যান ও

দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলি মুনসুর বাবুর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন স্থানীয় মহল্লাবাসী।

মেহেরপুর শহরের দুই জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে রনি হোটেলের মালিক জীবন ও মোহর মুক্তার আলীর ছেলে মহিদ (লাল্টু) নামে নতুন করে দুই জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অলোক কুমার দাস এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি আরো জানান, আক্রান্ত দুই জনই মেহেরপুর শহরের। এদের মধ্যে রনি আবাসিক হোটেলের মালিক জীবন এবং নতুন পাড়ার (চুলকানি মোড় এলাকার) মহিদ। মহিদ আশংকাজনক অবস্থায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এনিয়ে মেহেরপুরে মোট ৪১ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ১৬ জন সুস্থ হয়েছেন। ৩ জন মারা গেছেন। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ২২ জন।

করোনাকালে নতুন রোগে গবাদিপশুর মহামারী

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের থাবায় অসহায় হয়ে পড়েছে বিশ্বের অন্তত ২১৩টি দেশ ও অঞ্চল। এর মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ১ হাজার ১৯২ জন। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ১ হাজার ৩৪৩ জনের।

করোনার এই সংক্রমণের মধ্যেই রংপুর বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে গবাদিপশুর ‘লাম্পিভাইরাস’ নামের নতুন এক ধরনের চর্মরোগ। গত দুই সপ্তাহে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে বিভাগের আট জেলায় তিন শতাধিক গরুর মৃত্যু হয়েছে। ৫০ হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা। বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অধিদফতর জানিয়েছে প্রত্যেক এলাকায় এখন গরুর এই দূরারোগ্য ব্যাধি দেখা দিয়েছে।
‘লাম্পি স্কিন ডিজিস’ নামের এই রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। এর কোনও প্রতিষেধক না থাকায় পালিত গরু নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন এই অঞ্চলের মানুষ।

অনেকে না বুঝেই গ্রাম্য পশু চিকিৎসককে মোটা অংকের টাকা দিয়ে হচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্ত। গরুপ্রতি দুই থেকে তিন হাজার টাকা খরচ করতে হচ্ছে কৃষকদের। এতে গরু মারা না গেলেও সুস্থ্য হতে বেশ সময় লাগছে। তবে প্রাণিসম্পদ অধিদফতর বলছে, একমাত্র সচেতনতাই পারে এই রোগের প্রতিকার করতে। সংক্রামক ব্যাধি লাম্পি রোধে গোয়াল ঘরের মশা-মাছি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সচেতন থাকতে হবে।

করোনাভাইরাসের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়ায় কৃষকসহ সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে চরম আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। তার ওপর কোরবানি ঈদের আগে আকস্মিকভাবে গবাদিপশু লাম্পিভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় এ অঞ্চলের গরু খামারিসহ কৃষকদের মাঝে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার কোলকোন্দ, সদর উপজেলার মমিনপুর, তারাগঞ্জ উপজেলার ইকরচালিসহ বিভিন্ন এলাকার খামারি ও কৃষকরা জানান, প্রথমে গরুর শরীরে তীব্র মাত্রার জ্বর আসে। এরপর আস্তে আস্তে সারা শরীরে চামড়ায় গোটা গোটা হয়ে যায়। গলাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে পানি জমে যাওয়ায় গরু ঘাস, খড় বা ভূষি কিছুই খেতে পারে না। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ে গিয়ে কোন প্রতিকার পাচ্ছে না তারা। ফলে পল্লী চিকিৎসকদের দ্বারস্থ হয়ে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ও ইনজেকশন দিলেও তেমন কোনও কাজে আসছে না।

তারাগঞ্জের ইকরচালি গ্রামের আব্দুল হক জানান, তার তিনটি গরু অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আসন্ন কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে যত্ন করে গরু বড় করেছেন একটু বেশি দাম পাবার আশায়। কিন্তু গরুর সারা শরীরে গোটা গোটা দানার মত (ফোসকা জাতীয়) হওয়ায় কোরবানির

হাটে দাম পাওয়া যাবে না বলে আশঙ্কা করেন তিনি। একই ধরনের কথা জানালেন তারাগঞ্জের সয়ার এলাকার সামছুল হক, রমজান আলীসহ অনেকে।

তারা জানান, বিশেষ করে বাচ্চা গরুগুলো (বাছুর) আক্রান্ত হলে দুই থেকে তিনদিনের মধ্যেই মারা যাচ্ছে। তাদের এলাকায় গত ১০ দিনে অন্তত ১০টি গরু ও বাছুর মারা গেছে বলে জানান তারা।

রংপুর সদর উপজেলার মমিনপুর এলাকায় শত শত গরু গোয়াল ঘরে অজ্ঞাত এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সাথে লড়ছে। কৃষক সখিনা বেগম জানান, তার চারটি বলদ গরু কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে খেয়ে না খেয়ে অনেক কষ্টে বড় করেছেন। এর মধ্যে দুটি গরু অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়ে এখন কিছুই খেতে চায় না, ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। গ্রামের ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন জানিয়ে সখিনা বলেন, শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও গরুর শরীরে ফোসকার মত গুটি হওয়ায় চাহিদার অর্ধেক দামও পাওয়া যাবে না। ওই এলাকার একাধিক কৃষক একই ধরনের কথা জানান।

গঙ্গাচড়া উপজেলার কোলকোন্দ এলাকায় প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই গবাদিপশুর ওই রোগ দেখা দিয়েছে। হাউমাউ করে কেঁদে প্রান্তিক কৃষক নিজামউদ্দিন বলেন, ‘করোনায় কোনোটে (কোথাও) কাম মেলেনো। সারাদিনে একবেলা খ্যায়া কোনমতে বাঁচি আছি। আশা আছিল ঈদোত গরু দুইটা বেচাইলে আর এমন কষ্ট থাইকপার নয়। তারোতো ব্যারাম (রোগ) হইচে, কোনদিন বা মরি যায়। এ্যালা নিজে বাঁচমো না গরুক বাঁচামো!’

কোলকোন্দ ইউনিয়নের এআই টেকনিশিয়ান কাফিনুর রহমান গণমাধ্যমকে জানান, লাম্পি গরুর একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এটি একটি এলাকার গরুতে আক্রান্ত হলে পরবর্তীতে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এ রোগের টীকা এখনো আবিষ্কার না হলেও সময়মতো চিকিৎসা করালে গরু সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। তিনি নিজেও কয়েকটি গরুর চিকিৎসা করে ভালো করেছেন বলে জানান।

রংপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. এএসএম সাদেকুর রহমান বলেন, অফিসে প্রতিদিনই চিকিৎসার জন্য অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত গরু নিয়ে আসছেন খামার মালিক ও কৃষকরা। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। তবে মশা-মাছির আক্রমণ থেকে রক্ষা ও পরিচর্যা করলে কিছুটা হলেও রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে জানান তিনি।

গঙ্গাচড়া উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নুরুল আজিজ বলেন, লাম্পি

নামে যে রোগটি গরুতে আক্রান্ত হচ্ছে এতে করে আমাদের এলাকায় গরু মারা যাওয়ার তথ্য নেই। সময়মতো চিকিৎসা করলে এ রোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাচ্ছে। এ রোগ থেকে গরুকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন এলাকায় উঠান বৈঠকসহ কৃষকদের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া আক্রান্ত গরুকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতালে নিলে অল্প খরচে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

রংপুর বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের উপপরিচালক ডা. হাবিবুল হক গণমাধ্যমকে জানান, এ রোগের প্রকৃত কোনও ওষুধ নেই। এ রোগটি ইতিপূর্বে ঝিনাইদহে দেখা দিয়েছিল, এখন রংপুর বিভাগের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় এক লাখ গরুকে প্রতিষেধক ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন কৃষকদের সচেতনতা বাড়াতে হবে। আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে গরুকে নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিলে রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। সূত্র-যুগান্তর